দৈনিক ইনকিলাব

APR. 01 2002

তারিখ ……
পৃষ্ঠা …… কলাম ……

বিএনসিসি দ্য সেকেন্ড লাইন ডিফেন্স

তৃতীয় বিশ্ব তথা উন্নয়নশীল দেশগুলোর অর্থনৈতিক অবস্থার কারণে বিশাল আকারে একটি সামরিক (সেনা/নৌ/বিমান) বাহিনী গড়ে তোলা কখনই সম্ভব নয়। আর তাই যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে দেশকে সম্ভাব্য বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য প্রয়োজন একটি প্রশিক্ষিত সহায়ক বাহিনীর। এই বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করে শহীদ রাষ্ট্রপতি জেনারেল জিয়াউর রহমান ১৯৭৯ সনের ২৩ মার্চ এক সরকারী আদেশ বলে প্রতিষ্ঠা করেন বাংলাদেশ ন্যাশনাল ক্যাডেট কোর বা বিএনসিসি'র। সম্মুখ যুদ্ধে সামরিক বাহিনীর ঠিক পরেই এই কোরের সদস্যরা অবস্থান করে বলে এদের বলা হয় দ্য সেকেন্ড লাইন ডিফেন্স। দেশে হতে পারে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে অধ্যয়নরত ছাত্রছাত্রীরাই এই কোরের সদস্য, যাদের 'ক্যাডেট' নামে অভিহিত করা হয়। পাঁচটি উদ্দেশ্য নিয়ে এই ক্যাডেটদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। এগুলো হল- (১) যুব সমাজের নৈতিক উন্নয়ন সাধন, (২) তরুণ সমাজকে সামরিক শিক্ষা প্রদান, (৩) দেশের উন্নয়ন ও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের স্বেচ্ছাসেবী তৈরী, (৪) দেশে ২য় সারির প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা ও (৫) নেতৃত্বের উপযোগী ব্যক্তিত্ব গঠন করা। সমগ্র বাংলাদেশের স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে ৫টি রেজিমেন্টে ভাগ করে বিএনসিসি'র কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে থাকে। রমনা, কর্ণফুলী, ময়নামতি, মহাস্থান ও সুন্দরবন রেজিমেন্ট হল যথাক্রমে বৃহত্তর ঢাকা, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, রাজশাহী ও খুলনা অঞ্চলের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ। বিএনসিসি'র ক্যাডেটদের সামরিক প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্য সেনাবাহিনীর একজন এনসিওকে প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানে ডেপুটিশনে নিয়োগ দেয়া হয়। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের একজন শিক্ষককে দেয়া হয় প্লাটুন কমান্ডার (পিইউও/টিইউও/বিটিএফও)-এর দায়িত্ব। এদের তত্ত্বাবধানে ক্যাডেটরা প্রশিক্ষণ নেয় সামরিক কুচকাওয়াজ, আধুনিক যুদ্ধের কলাকৌশল (রেড, এমবুশ, ম্যাপরিডিং ইত্যাদি), প্রাথমিক চিকিৎসা এবং ফায়ারিং-এর। বছরের নির্দিষ্ট সময়ে অনুষ্ঠিত আঞ্চলিক, বার্ষিক ও জাতীয় ক্যাম্পগুলোতে তাদের ফায়ারিং করতে দেয়া হয় ৩০৩, চাইনিজ প্রভৃতি রাইফেল দ্বারা। চলতি বছরের ফেব্রুয়ারী মাসে সাভারস্থ বাঁশবাড়ী এলাকায় বার্ষিক প্রশিক্ষণ শিবিরে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেকটি ক্যাডেট ক্যান্টনমেন্ট ফায়ারিং রেঞ্জে ৭.৬২ চাইনিজ রাইফেল দ্বারা 'লাইট এমুনিশন' ফায়ার করে। ৪ ইঞ্চি গ্রুপিং-এর মাধ্যমে শ্রেষ্ঠ ফায়ার হিসেবে নির্বাচিত হন বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সিইউও (ক্যাডেট আন্ডার অফিসার) মামুন, যা ক্যাডেটদের মধ্যে একটি নতুন রেকর্ড। সামরিক শিক্ষার পাশাপাশি বিএনসিসি'র ক্যাডেটরা বিভিন্ন সময়ে রক্তদান, বৃক্ষ রোপণসহ অন্যান্য সামাজিক উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে থাকে। বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে অংশগ্রহণও উল্লেখ করার মত। প্রতিবছর জাতীয় প্যারেডে সামরিক বাহিনীর পরের অবস্থানেই বিএনসিসি'র ক্যাডেটরা কুচকাওয়াজ করে থাকে। এ বছর ২৬ মার্চেও তার ব্যতিক্রম হবে না। দেশের সামরিক বাহিনীর সহায়ক সংগঠন হওয়ায় এর সদস্যরা বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা পেয়ে থাকে। সামরিক বাহিনীতে সৈনিক ও কমিশন পদে আবেদনকৃত ক্যাডেটদের প্রাথমিক মেডিকেল ও নির্বাচনী পরীক্ষা নিজস্ব ব্যবস্থায় নেয়া হয়। বিসিএসসহ অন্যান্য সরকারী চাকরিতে দেয়া হয় অগ্রাধিকার। সম্পূর্ণ সরকারী খরচে বিদেশ ভ্রমণের ব্যবস্থা করানোসহ দেশের বিভিন্ন ঐতিহাসিক স্থানও পরিদর্শন করানো হয়। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে সমরবিজ্ঞান সার্টিফিকেট কোর্সে প্রাপ্ত ৫০ নম্বরের অতিরিক্ত সর্বোচ্চ ২৫ নম্বর একাডেমিক পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের সাথে যোগ করার ফলে বিভাগ (২য়/৩য়) উন্নতির সুযোগ হয়। আমাদের দেশ ছাড়াও সিঙ্গাপুর, ভারত ও শ্রীলংকার এনসিসি নামক একই ধরনের সংগঠন রয়েছে। দেশে দেশে তাই এই সংগঠনটির গুরুত্ব সহজেই উপলব্ধি করা যায়। বাংলাদেশে এর গুরুত্ব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। অদূর ভবিষ্যতে প্রত্যেকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এর আওতায় আসবে বলে সরকারের পরিকল্পনা রয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, বিএনসিসি প্রতিরক্ষা ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে পরিচালিত হয়ে থাকে। একজন সুনাগরিক হিসেবে দেশসেবা ও মাতৃভূমিকে রক্ষার ব্রত নিয়ে প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর উচিত বিএনসিসিতে যোগ দেয়া। আমরা এই সংগঠনটির উত্তরোত্তর সাফল্য ও সমৃদ্ধি কামনা করি।

❑ আবদুল্লাহ্ মামুন-উর-রশিদ